বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের ১০০ দিন
কিছু ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং বাস্তব

গত ১৬ জুন ২০১৮ বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হলো। ২৫ বছর ধরে এক টানা ক্ষমতাসীন একটা শক্তপুক্ত বামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হারিয়ে বিজেপি-আইপিএফটি-র নয়া রাজনৈতিক জোট ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার পর ১০০ দিন শেষ হওয়ার আগে ইতোমধ্যেই তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা সদিচ্ছা অনিচ্ছার বেশ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যদিও একশো দিনের মধ্যে কোনও একটি রাজনৈতিক জোটের কাজকর্ম, অনিচ্ছা, সদিচ্ছা কিংবা দুরদর্শিতার মাপঝোক করাটা নিতান্তই একটা কঠিন কাজ, তবু আলোচ্য প্রতিবেদনে নয়া সরকারের বেশ কিছু দুরদর্শী এবং অদুরদর্শী পদক্ষেপ বিষয়ে এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **জয়ন্ত দেবনাথ**

৩ মাসে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর ছয় বার দিল্লী সফর

গত তিন মাসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা অন্তত ছয় বার রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিল্লী সফর করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীরা এখনও সেইভাবে দিল্লী যাত্রা শুরু করেন নি। তবে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তী দেব একবার রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন বিষয়ে কথা বলতে দিল্লী ঘুরে এসেছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়া অন্য যে একজন মন্ত্রী বহিঃরাজ্যে গেছেন তিনি হলেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতন লাল নাথ, অবশ্য তিনি কেন গেছেন এটা প্রকাশ্যে আসেনি। সর্বশেষে দিল্লী গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন।তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য পারিকাঠামোর মান উন্নয়নের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন।

দিল্লী এখন পর্যন্ত রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিষয়ে পেশ করা মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী কারোর কোন দাবী পূরনেই অসম্মতি জানায়নি। রাজ্য যা যা চাইছে সব দাবীতেই দিল্লী সহমত পোষণ করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিল্লী দ্রুত সাড়া দিয়ে অর্থ মঞ্জুরও করেছে। তবে ঠিক কত টাকা দিল্লী রিলিজ করেছে এ তথ্য অবশ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে যে পরিমানে আশ্বাস দিল্লী থেকে পাওয়া গেছে সেই পরিমানে কাজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচিবালয়ে মিটিং প্রতিদিনই চলছে। দুই সাংবাদিকের হত্যা কিংবা চিটফান্ড মামলার তদন্তভার নিয়ে সিবিআই-র তদন্ত কার্য এখনও সেভাবে চাক্ষুষ করা যাচ্ছে না। আদৌ এ দুটি মামলার তদন্ত সিবিআই গ্রহন করবে কিনা এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রথম দিল্লী সফরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ

৯ মার্চ শপথ গ্রহনের পর গত ১৯ মার্চ প্রথম সফরে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী একসাথে দিল্লীতে গিয়ে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্তত এক ডজন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সহযোগিতা চান । প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন ।এবং সব মন্ত্রী অফিসার আমলাদের কঠোর পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে “সবকা সাথ সবকা বিকাশ” নীতিকে সামনে রেখে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন মোতাবেক বেতনভাতা প্রদানের বিষয়ে কমিটি গঠন সহ নির্বাচনের আগে প্রদত্ত বিজেপি-আইপিএফটি-র ভিশন ডকুমেন্টের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সাথে ইতিবাচক আলোচনা হয় । বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যর মানুষের উন্নত

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য এইমস-এর মত বিশ্বমানের হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী জানান। প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যকে যতটা সম্ভব সাহায্য ও সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন ।

প্রথম সফরেই মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এলক্ষ্যে তাঁর দল ও প্রশাসনকে কাজ করতে নির্দেশ দিলেও রাজ্যে কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা লেগেই আছে। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আইপিএফটির চাঁদার জুলুম সহ হামলা হুজ্জুতির ঘটনায় বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা তো বটেই খোদ জোট সঙ্গী বিজেপির নেতা কর্মী মহলেও অসন্তোষ রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত এবং নানা জায়গায় জোট সঙ্গীর নেতা কর্মীদের একটু ধৈর্যের সাথে সবাইকে নিয়ে চলার পরামর্শের কথা শুনাচ্ছেন, তখন একাংশ জোট সঙ্গীর রনংদেহী মনোভাবে নানা রকম সন্দেহ দানা বাঁধছে। কথা উঠেছে আই পি এফ টির একটা অংশের কর্মীরা তাদের দলের মন্ত্রী ও নেতাদের কথাও শুনছেননা।

এস পি এ ফান্ডে ৩৫০ কোটি, ২ টি আই আর বাহিনী

প্রথম দিল্লী সফরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা নীতি আয়োগের সুপারিশ অনুযায়ী স্পেশ্যাল প্ল্যান অ্যাসিস্টেন্স (এস পি এ) ফান্ডে ৩৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদান করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবী জানান । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যতটা সম্ভব ত্রিপুরা রাজ্যকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে টাকা মঞ্জুর হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার প্রথম দিল্লী সফরেই আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেড়া তৈরি, সীমান্ত সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয় । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরার জন্য রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে দু'টি ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন (আই আর) খোলার অনুমোদন দিয়েছেন । এই দুই বাহিনীতে প্রায় ২২০০ যুবককে সরাসরি নিয়োগ করা সম্ভব হবে । সীমান্তে কোন ধরণের বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধে সীমান্তে সি সি টিভি ক্যামেরার ব্যবহার এবং সেন্ট্রাল কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং রুম স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। অবশ্য এই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই সোনামুড়া সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একদিন এই কাজ পরিদর্শন করে এসেছেন।

রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এবং আই আই আই টি

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রাজ্যের সকল অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নবোদয় বিদ্যালয়গুলির নির্মান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । তিনি পিপিপি মডেলে ত্রিপুরাতে একটি আই আই আই টি স্থাপনেরও আশ্বাস দিয়েছেন । সর্বশিক্ষা অভিযানের শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরার গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও-র নিম্নমুখী গড়ের বর্তমান অবস্থা এবং অদুর ভবিষ্যতে একে জাতীয় গড়ের সমতুল্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধারাবাহিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ত্রিপুরার শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুণমানের উন্নয়নের জন্যও সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । এই অনুযায়ী রাজ্যে একটি রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এবং একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফর্মেশন টেকনোলজি-র স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। গত ৩০ মে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিকদের এই তথ্য দিয়েছেন। তবে এদু'টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায় করা হচ্ছে, কবে কাজ শুরু হবে এটা এখনো ঠিক হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে আই আই আই টি -র জন্যে বোধ জং নগরে জায়গা দেখা হয়েছে।

২৪ টি একলব্য স্কুল ও উপজাতি ছাত্রাবাস

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী রাজ্যে আগামী তিন বছরে ৩৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণে অনুমোদন দানের আশ্বাস দিয়েছেন । এছাড়াও প্রতি বছর আরও ৫০ কোটি টাকা রেকারিং কস্ট হিসেবে প্রদানেরও আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী । রাজ্যের উপজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের

জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ, বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়তাদানের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে টাকা পয়সা কিছু পাওয়া গেছে কিনা জানা যায় নি। কিন্তু শুখা মরশুমের শুরুতেই রাজ্যের বেশ কিছু পাহাড়ি এলাকা থেকে কাজ ও খাদ্যাভাবের খবর আসছে।

ক্যুইন - আনারসের ব্র্যান্ডিং-এ ডোনার মন্ত্রক

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী ত্রিপুরায় সমস্ত অসমাপ্ত প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুমোদনের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও, রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে কর্পোরেট সেক্টর থেকে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করতেও সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে ত্রিপুরায় উৎপাদিত ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস যাতে সারা দেশে একটি অতুলনীয় পরিচিতি পেতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেশব্যাপী এই আনারসের প্রচার ও ব্র্যান্ডিং-এর ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার আনারস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম যাত্রায় দুবাই পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া ডোনার মন্ত্রক গত ১০ এপ্রিল রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত নীতি ফোরামের বৈঠকে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সড়ক, রেল, বিমান আন্তরাজ্য পর্যটন পরিকাঠামোর বিকাশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ অর্থ ডোনার মন্ত্রক থেকে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ডোনার মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হতে পারে।

রেগার কাজ কর্ম চলবে আগের মতোই

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে ত্রিপুরায় গ্রামোন্নয়নে ২৪১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বিক সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া হিসাব না দিতে পারার কারনে আটকে থাকা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প(রেগা)খাতে কিছু কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এরফলে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে গঞ্জে বন্ধ থাকা রেগা প্রকল্পের কাজ ফের শুরু করা গেছে। কিন্তু রেগার কাজ কর্ম চলছে আগের মতোই। আট ঘন্টার কাজ দু'ঘন্টাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির কাজ কমই হচ্ছে।কিন্ত টাকার অভাবে টোয়েপ প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

উজ্জ্বলা যোজনায় ৩ লক্ষ এলপিজি সংযোগ

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, বর্তমান বছরে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরায় প্রতি মাসে ২৫ হাজার করে ৩ লক্ষ এল পি জি সংযোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই অবশ্য এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে এল পি জি সংযোগ প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। দাবী করা হচ্ছে এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১,২৫,২৫০টি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনায় সুবিধাপ্রাপকদের নিজস্ব ১৬০০ টাকা ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস থেকে প্রাপ্ত সি এস আর ফান্ড ব্যবহার করার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রকের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নতুন করে হাজার হাজার লোককে গ্যাসের নতুন সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করা হলেও সেই অনুযায়ী গ্যাস সিলিন্ডারের সর্বরাহ বাড়ানোর কোন উদ্যোগ নেই। তাই ক'দিন বাদেই গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস

পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহ এবং সি এন জি, এল পি জি বটলিং প্ল্যান্ট প্রভৃতির পরিকাঠামোর উন্নীতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রকের অধীন সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন । বাংলাদেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস আদান-প্রদানের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ দিয়ে বাংলাদেশে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার একটি পেট্রোকেমিক্যাল অথবা সার কারখানা স্থাপন করতে প্রতিদিন এক মিলিয়ন মেট্রিক ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার (এম এম এস সি এম ডি) গ্যাস উত্তোলনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে ও এন জি সি-কে নির্দেশ দিয়েছেন । ত্রিপুরায় হাইড্রোকার্বন সেক্টরে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে ও এন জি সি-কে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণকে কার্যকরভাবে সবার মধ্যে পৌঁছে দিতে সমস্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গুলিকে ত্রিপুরা স্কীল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের আওতায় একত্রিভূত করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিজেপি-আইপিএফটির ভিশন ডকুমেন্টে উল্লেখ থাকলেও রাজ্যের বেকারদের দক্ষতা বিকাশে স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কর্মসূচী রুপায়নের ক্ষেত্রে বাম আমলের গদাইলস্করী গতিকে বেদ করে এখনও নয়া গতি দেওয়া যায়নি। একই রকম ভাবে বাড়ী বাড়ী পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের কাজ কর্ম ও যে ভাবে চলছে তাতে আগামী পাঁচ বছরেও শহরের পুরো এলাকার সবার বাড়ীতে পাইপ গ্যাস পৌছুবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

১৫ আগস্ট ত্রিপুরা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে আবাসন ও শহর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান), এন ইউ এল এম, এ এম আর এউ আই টি প্রকল্প রুপায়ণে মোট ২৯২ কোটি টাকা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান)-এর অর্থ ব্যয়ে সমস্ত স্বশাসিত নগর সংস্থার এলাকাকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগমুক্ত এলাকা (ওপেন এয়ার ডেফিকেশন ফ্রি) হিসেবে গড়ে তুলার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। আবাসন ও শহর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের সহায়তায় আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট রুপায়ণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী আগস্ট মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রাজ্যকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করতে কাজ শেষ করার নির্দেশ জারী করেছেন।

শহর উন্নয়ন মন্ত্রকের ১৩২০ কোটি প্রদানের আশ্বাস

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে আবাসন ও শহর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় এক্সটারন্যালি এইডেড প্রজেক্টের আর্থিক সহায়তায় মোট ১৩২০ কোটি টাকায় রাজ্যের বাকি সাতটি জেলা সদরের উন্নয়নের জন্যও আশ্বাস দিয়েছেন । কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য ৭টি জেলা সদরের ন্যূনতম পরিকাঠামো উন্নয়ন দূরের কথা, রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতেই স্মার্ট সিটি প্রকল্পের রুপায়নের কাজ একরকম মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এক ঘন্টা বৃষ্টিতেই শতবর্ষ প্রাচীন একটি শহরের রাজধানীর জলডুবি অবস্থা হয়ে যায়। যদিও নতুন সরকারের প্রথম বর্ষাতেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব শহরের বানভাসি মানুষের করুন অবস্থা সরজমিনে চাক্ষুষ করে আগামী বর্ষার প্রাক্কালে যেভাবেই হোক শহরের মানুষকে জল সমস্যা থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কেমিক্যাল ও ফার্টিলাইজার কারখানার আশ্বাস

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে প্রথম দিল্লী যাত্রার বৈঠকে ত্রিপুরায় সি আই পি ই টি প্রোজেক্ট স্থাপনে কেমিক্যাল ও ফার্টিলাইজার মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন, যার মাধ্যমে রাজ্যে প্রতি বছর ৫ হাজার বেকার যুবক-যুবতির সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। দুই মাসের মধ্যে “মা ত্রিপুরা সুন্দরী সি আই পি ই টি” নামক এই প্রকল্পের উদ্বোধনের জন্য তিনি সম্মতি দিয়েছেন। এই সি আই পি ই টি-এর পাশে একটি প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি নীতিগতভাবে ত্রিপুরাতে প্লাস্টিক পার্ক স্থাপনেরও সম্মতি দিয়েছেন। এতে অন্তত ৩০০০-৫০০০ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অনুদানের ক্ষেত্রে ৫০:৫০ অনুপাতের পরিবর্তে ৯০:১০ অনুপাত বজায় রাখার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলির জন্য ১০০% অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের কোন জায়গায় এসব সার কারখানা ও প্লাষ্টিক পার্ক হচ্ছে এটা জানা যায়নি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মা ত্রিপুরাসুন্দরী সি আই পি ই টি প্রকল্পের কাজও দুই মাসের মধ্যে শুরু করা যায় নি।

‘বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য- এর নামে বিমানবন্দর

প্রথম দিল্লী সফরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাত করেন । অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের মন্ত্রী শীঘ্র রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত আগরতলা বিমানবন্দরের নাম ‘বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বিমানবন্দর’ হিসাবে নামকরনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক আশ্বাস দেন । এবং এই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার ব্যবসা বৃদ্ধির উদ্যোগ

দ্বিতীয় দফায় ৩ এপ্রিল ত্রিপুরার নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, নিতীন গড়করি, রবিশঙ্কর প্রসাদ, পিযূষ গোয়েল, সুরেশ প্রভু, জে পি নাড্ডা ও আলফন্স কানা নাথনম এর সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে প্রত্যেকেই রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে কোন না কোন ভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুষমা স্বরাজ বলেছেন, বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার ব্যবসা বৃদ্ধির ব্যাপারে নয়া দিল্লী যা যা করার সব কিছু করবে। এই অনুযায়ী সুষমা স্বরাজ তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালে ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের বকেয়া বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন। এ কারনে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মান সহ ঢাকা-আগরতলা রেল, সড়ক ও বিমান যোগাযোগ আরও সহজ হতে যাচ্ছে।

আগরতলা থেকে মাতাবাড়ী জাতীয় সড়ক চার লেন

দ্বিতীয় দফায় সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করি-এর সাথে সাক্ষাত করেন।সাক্ষাতকালে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নিতীন গড়করি বলেছেন, আগরতলা থেকে মাতাবাড়ী জাতীয় সড়ক দুই লেন নয় চার লেন করা হবে। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে শহরের মধ্যে চার লেন একটি সড়ক (আধুনিক) করা হবে। আগরতলা-চম্পকনগর সড়ক চার লেন করা হবে। চম্পকনগর থেকে মুঙ্গিয়াকামী, কমলপুর, বিলোনীয়া ও উদয়পুর-অমরপুর সড়ককে দুই লেনে যুক্ত করা হবে। খুব শীঘ্রই ডি পি আর তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে। একই সাথে তিনি ৮২ মাইল কুমারঘাট জাতীয় সড়ককে ১০৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয় দুই লেন (প্রশস্থ) ও জুলাইবাড়ী বিলোনিয়া সড়ক প্রশস্থ করা সহ ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত সড়ক সম্প্রসারনের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে এলক্ষ্যে এখনও আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেছে কিনা জানা যায় নি।

গোমতী ও হাওড়া নদীর জন্য বিশেষ প্রকল্প

দ্বিতীয় দফায় দিল্লী সফরকালে নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করি-এর সাথে সাক্ষাতকালে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওয়াটার এন্ড পাওয়ার কনসালটেন্সি সার্ভিস কর্তৃপক্ষকে বলেছেন হাওড়া নদীর জল ধরে রাখতে একটি প্রকল্প তৈরি করতে। এ প্রকল্পে হাওড়া নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মান করা হবে বড়মুড়ার পাদদেশে যা থেকে জল বিদ্যুৎ এবং পানযোগ্য জল ও চাষের জমিতে জল ব্যবহারে একটি পৃথক প্রকল্প রূপায়ন করা হবে। গোমতী ও হাওড়া নদীর মধ্যে জল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইংল্যান্ড ওয়াটার ওয়েস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন। হাওড়া নদীর জল ধরে রাখতে এবং রাজধানী আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হাওড়া বাঁধ প্রকল্পের প্রারম্ভিক কাজ শুরুর সাথে সাথে এনিয়ে রাজনীতিও শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই একটা স্বার্থান্বেশী রাজনৈতিক চক্র এই প্রকল্পটি যাতে বাস্তবায়িত না হয় এলক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়েছে।

তিনটি বিপিও হাব গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি

দ্বিতীয় দফার সফরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেবের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ত্রিপুরায় তিনটি বিপিও হাব গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সব গ্রামে সি এস সি-র মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা, ওয়াই-ফাই হাব, প্রাশাসনের সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিষেবা চালু করা হবে। এবছরের মধ্যেই রাজ্যের এক লাখ ৯৫ হাজার মানুষকে ডিজিটাল লিটারেসি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রশিক্ষন দেবেন। তৃতীয় আরও একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলা হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নুতন করে বিপিও হাব এবং এস টি পি আই স্থাপনের কথা বলা হলেও ইতিমধ্যেই ইন্দ্রনগর এবং লিচুবাগানে যে দুটি এস টি পি আই বিল্ডিং রয়েছে সেখানেই কোন ভালো কোম্পানী নেই। দুই চার পাঁচটি বহিরাজ্যের কোম্পানী থাকলেও তাদের কোন কাজ নেই। শুধু তাই নয়, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে

পরিকাঠামো উন্নয়নে বাম আমলের একাধিক প্রকল্পের কাজ বন্ধ। বাংলাদেশের মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেট গেটওয়ের সুফল এখনও রাজ্যবাসী বা তথ্য প্রযুক্তির কোম্পানীগুলি পাচ্ছে না। আগামী এক বছরের মধ্যেই রাজ্যের এক লক্ষ ৯৫ হাজার মানুষকে ডিজিটালি লিটারেট করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ জেলাতেই এখনো রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ডিজিটাল লিটারেসি প্রকল্পের কাজই শুরু করেনি।

রাজ্যে মহকুমা স্তরেও রেল এবং বিমান পরিষেবা

দ্বিতীয় দফার দিল্লি সফরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেবের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন ও শিল্পমন্ত্রী সুরেশ প্রভু রাজ্যের মহকুমা স্তরে যে ছোট খাটু বিমান বন্দরগুলি রয়েছে সেগুলি চালুর প্রতিশ্রুতি দেন । পাশাপাশি উড়ান প্রকল্পে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রজ্যগুলির মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিমান সেবা চালুর প্রতিশ্রুতি দেন। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে সুরেশ প্রভু রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বাঁশ, বেত, হস্তশিল্প আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশের শিক্ষা কর্মসূচীকে আরও তেজি করার প্রতিশ্রুতি দেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের সাথে উড়ান প্রকল্পে শিলং এর সাথে বিমান যোগাযোগ শুরু হলেও কদিন বাদে বন্ধ হয়ে গেছে। আন্তঃমহকুমা পর্যায়ে ছোট বিমান পরিষেবা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির কাজ এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় দফার সফরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেবের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল আগরতলা ব্যাঙ্গালোর এবং আগরতলা-দেওগড়-এর মধ্যে রেল চালু, কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, কমলপুর, মোহনপুর হয়ে আগরতলার মধ্যে রেল চালুর প্রতিশ্রুতি দেন । এই অনুযায়ী আগরতলা-ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে হামসফর এক্সপ্রেস এবং আগরতলা-দেওগরের মধ্যে রেল যোগাযোগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

এইমস (AIIMS) -এর মতো আধুনিক হাসপাতাল

দ্বিতীয় দফার সফরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেবের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা রাজ্যে একটি এইমস (AIIMS) –এর মতো আধুনিক হাসপাতাল ও খুমলুং হাসপাতালের মান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । যতদূর জানা গেছে এই অনুযায়ী ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজকে এইমস-এর আদলে আধুনিক হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তোলার একটা প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাজ্যের প্রধান প্রধান হাসপাতাল গুলির বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার হালই এখনও ফেরানো যায়নি। যদিও এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার খুব একটা হাল ফেরেনি। মানুষ আগের মতোই ভালো চিকিৎসা পরিষেবার জন্যে বহিঃরাজ্যে ছুটছেন।

মাতাবাড়ির পরিকাঠামোর উন্নয়ন

দ্বিতীয় দফার সফরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব দেবের দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী আল-ফানসো প্রসাদ (PRASAD) প্রকল্পে মাতাবাড়ীকে কামাখ্যা মন্দিরের আদলে গড়ে তোলতে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । রাজ্যের পর্যটন উন্নয়নে এবং স্বদেশ (SWADESH) স্কিমে ১০২.৫০ কোটি টাকা পেতে দ্বিতীয় কিস্তির ডিপি আর তৈরি করে পাঠাতে বলেছেন ।এক্ষেত্রে “মা ত্রিপুরা সুন্দরী সি আই পি ই টি” প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ খুব একটা শুরু না হলেও কামাখ্যা মন্দিরের অনুকরনে প্রসাদ প্রকল্পে মন্দির পরিকাঠামোর উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন এবং মন্দির পরিচালনায় একটি ট্রাষ্ট ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। এই একটি ক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ অতিদ্রুত কার্যকর হয়েছে।

১০৩২৩ ও ১২২২২ টি শিক্ষক পদ নিয়ে নয়া পদক্ষেপ

গত ২০ এপ্রিল রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তৃতীয়বারের মতো দিল্লী যান। এ যাত্রায় তিনি দেখা করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব নৃপেন্দ্র মিশ্র-এর সাথে । সাক্ষাতকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র- এর কাছে রাজ্যের মানুষের কাছে ভোটের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই মোতাবেক বিশেষ অর্থ সাহায্য চান। একই সঙ্গে তিনি ১২২২২ টি শিক্ষক পদে লোক নিয়োগে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে এন সি টি ই গাইডলাইনে কিছুটা শিথিলতা চান। এই অনুযায়ী রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে চিঠি পাঠালেও এখন পর্যন্ত ১২২২২টি শিক্ষকের শুন্যপদে যোগ্যতা মানের শিথিলতার কোন সিদ্ধান্ত মন্ত্রক থেকে পাওয়া যায় নি। একইসঙ্গে আগামী ৩১জুন ১০৩২৩ শিক্ষকের

চাকরির শেষ দিন, এদেরও পুনর্নীয়োগের কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। তবে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসব শিক্ষকদের চাকরীতে আগামী দুই বছর বহাল রাখতে চেয়ে সুপ্রীমকোর্টে বিশেষ আবেদন করা হয়েছে। আগামী ২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে।। এছাড়া শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে শীঘ্রই রাজ্যে সুস্ট বদলি নীতি ও নিয়োগ নীতি চালু হচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। কিন্তু নতুন বদলিনীতি কিংবা চাকুরীনিতি এখনও বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। সরকারী নিয়োগ পদোন্নতি একরকম বন্ধ করেই রাখা হয়েছে।

দুই সাংবাদিক খুন ও চিটফান্ড মামলার সি বি আই তদন্ত

মুখ্যমন্ত্রী তার তৃতীয় দিল্লী সফরে রাজ্যের মানুষ চিটফান্ডে টাকা রেখে বাম আমলে যেভাবে প্রতারিত হয়েছে এমন ৬৩ টি মামলার সি বি আই তদন্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় পার্সোনাল এন্ড ট্রেনিং মন্ত্রকে আর্জি জানান। একই সাথে রাজ্যের দুই সাংবাদিক ভোটের প্রাক্কালে যেভাবে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছিলেন এই দুই খুনের ঘটনার সি বি আই তদন্তের জন্যও প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি পেশ করেন । অবশ্য এ দুটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে দাবী করা হলেও বাস্তব উল্টো কথাই বলছে। রাজ্য মন্ত্রীসভা দুটি ক্ষেত্রেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মামলা তদন্তের দ্বায়িত্ব সি বি আই কে দিতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু এখনও এটা নিশ্চিত নয় যে সি বি আই দুটি ক্ষেত্রেই তদন্তভার হাতে নেবে।

বকেয়া ২৪০০ কোটি মঞ্জুরীর দাবী

সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী গত ২৯ মে দিল্লীতে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ রাজীব কুমার এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সময়কার অন্তরবর্তী কালীন বকেয়া ২৪০০ কোটি টাকা অতিসত্বর মঞ্জুরীর দাবী করেন। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ রাজীব কুমার আশ্বাস দেন তিনি অবশ্যই এসংক্রান্ত তাঁর সুপারিশ অর্থ মন্ত্রকে পাঠাবেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবী অনুযায়ী সর্বশিক্ষা, বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থপ্রদানের দাবী করেন। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এই দাবী পূরনের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি রাজ্যের অফিসার কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুজরাট মডেলে চিন্তন শিবির অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দেন। বিরোধীরা অবশ্য এটাকে রাজ্য প্রশাসনকে গেরুয়াকরনের পদক্ষেপ বলে প্রচার করছেন।

সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকরে পি পি বর্মা কমিশন গঠন

এক্ষেত্রে একটা বিষয় এখানে নিশ্চিত ভাবেই বলা যাই যে, নতুন সরকারের মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই চাইছেন ভোটের আগে ভিশন ডকুমেন্টে বর্নিত প্রতিশ্রুতিগুলি সামনে রেখে যেন কাজ কর্ম শুরু করা যায়, কিন্তু অর্থ এক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করেছে।নতুন সরকারের অভিযোগ, পূর্বতন সরকার কম করেও ১১০০০ কোটি টাকার দ্বায়ভার রেখে গেছে। কাজ করতে গেলে টাকা চাই। তাই ভোটের আগে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরনে টাকা জোগাড়ের লক্ষ্যে দৌড়ঝাঁপ করতে করতেই মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দীর্ঘ আর্থিক বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিতে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার লক্ষ্যে পি পি বর্মা কমিশন গঠন করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা। রিপোর্ট হাতে এলে জানা যাবে প্রকৃতই এখাতে কত হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো লাঘু করার মধ্য দিয়েই নয়া সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সদিচ্ছার অ্যাসিড টেস্ট হতে যাচ্ছে এটা বলাই বাহুল্য।

নিয়োগ নীতি সহ মন্ত্রিসভায় ছয়টি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

গত ১৯ মে-র রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে।
প্রথম সিদ্ধান্ত, সরকারের নিয়োগ পদ্ধতি ঘোষণা। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, রাজ্য পুলিশের বিভিন্নস্তরে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, জিবি হাসপাতালে তিন লাখ মাসিক বেতনে একজন নিউরোসার্জন ও একজন নিউরো অ্যানেসথেসিওলজিস্ট নিয়োগ করা হবে। চতুর্থ সিদ্ধান্ত, ফ্যামিলি পেনশন প্রাপক স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করলে পেনশন থেকে বঞ্চিত হবেন। পরিবর্তে মৃতের মা-বাবা পেনশনের টাকা পাবেন। পঞ্চম সিদ্ধান্ত, পঞ্চায়েতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা বিডিও এবং পঞ্চায়েত সচিবকে দিতে অর্ডিন্যান্স জারি হবে।ষষ্ট সিদ্ধান্ত, জুডিশিয়াল অফিসারদের ৩০% আই আর।

বামফ্রন্ট সরকারের নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করে নয়া সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সকল স্তরে চাকরির ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে, মেধার ভিত্তিতে এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। টিপিএসসি, টেট বোর্ড ছাড়াও অন্যান্য চাকরির প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। যে প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রেও লিখিত পরীক্ষা হবে। যেসব টেকনিক্যাল পদে প্রার্থীর দক্ষতা, শারীরিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আবশ্যিক সেক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি ইন্টারভিউ হবে। যেমন- স্টেনোগ্রাফার, ড্রাইভার, পুলিশ, ফোর্সের কর্মী ইত্যাদি।
টিপিএসসিতে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখিক ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে। যেসব ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে সেসব ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর ভিডিওগ্রাফি রাখা হবে। সচিবালয় প্রশাসনেও টিপিএসসি-র মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এজন্যে টিপিএসসিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

স্বীকৃত সাংবাদিকদের মাসে ১০ হাজার টাকা পেনশন

রাজ্যের সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকদের (অ্যাক্রিডিয়েটেড জার্নালিস্ট) প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা পেনশন প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি- আইপিএফটি জোট সরকার। গত ১৪ জুন ২০১৮ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ত্রিপুরা দেশের দ্বিতীয় রাজ্য যেখানে সাংবাদিকদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা পেনশন প্রদান করবে রাজ্য সরকার। বর্তমানে তামিলনাড়ু সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা পেনশন দিচ্ছে। ৬০ বছর বয়স হলে সাংবাদিকরা পেনশন পাবার অধিকারী হবেন। বর্তমানে রাজ্য সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ১১২ জন। এদের মধ্যে ৫৫ বছরের বেশি বয়সি সাংবাদিকের সংখ্যা ৩৭ জন। এরা যখন পেনশান পাবেন তখন সরকারের প্রতি মাসে ৩.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। বিজেপি- আইপিএফটি-র ভিসন ডুকমেন্টেও স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার সহ সাংবাদিক কল্যাণে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ছিল। এই অনুযায়ী সাংবাদিকদের জন্য পেনশন বৃদ্ধি করে এক হাজার থেকে দশ হাজার করার সিদ্ধান্তটি বিজেপি- আইপিএফটি জোট সরকারের একশ দিনের কাজে একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলা যেতেই পারে।

নয়া বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের আরও কিছু ইচ্ছা ও অনিচ্ছা

রাজ্যের নয়া বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের যেসব বিষয়ে সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা হল মাদক চুরা চালান সহ বিভিন্ন মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ দমনে নয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের পুলিশের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনের কড়া নির্দেশ। বিশেষত নারী ও মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ রোধে কড়া পুলিশি পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি গত ৩১মে-র রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবিচারিতার শিকার ও আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের জন্যে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরন প্রকল্পের ঘোষণা যা আগে ছিল না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও আর্থিক সাহায্যের হাত ছিল খুবই নগন্য।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলা বহুল্য যে, বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য নুন্যতম ২০০০ টাকা করা, নুন্যতম মজুরী ৩৫০ টাকা করা, শপথ গ্রহনের এক বছরের মধ্যে ৫০ হাজার বেকারের চাকুরী কিংবা বেকারদের স্মার্ট ফোন প্রদানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এখনও নয়া সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর নামে সহস্রাধিক বেকারকে দক্ষিণ ভারতের কিছু বস্ত্র কারখানায় পাঠানো হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি খেলাপের কারনে এসব বেকাররা চাকুরী ছেড়ে চলে আসছে। পক্ষান্তরে সরকারী জমিতে পার্টি অফিস ভাঙা কিংবা ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস বিদেশে রপ্তানিতে নয়া সরকার যে গতিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সফল হয়েছে সেক্ষেত্রে বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখনও সেই গতিতে কোন কাজকর্ম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই নয়া সরকারের প্রথম একশ দিনের কাজকর্ম ফ্লপ বলা না হলেও একেবারে আশাব্যঞ্জকও বলা যাবে না।

(লেখক- শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ একজন সিনিয়র জার্নালিষ্ট এবং ত্রিপুরাইনফো ডটকম এর পরিচালন প্রধান।)